তারিখ ... 11 JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা ২ ৩ ... কলাম ... ৬ ...

প্রথম আলো

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রলীগের ভাঙচুরের ছবি তোলায় সাংবাদিককে মারধর

রাজশাহী প্রতিনিধি

বাসে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের এক নেতাকে সিগারেট ফুঁকতে না দেওয়ায় বাসটি ভাঙচুর করা হয়েছে। এই ঘটনার ছবি তুলতে গিয়ে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের মারধরের শিকার হয়েছেন ইংরেজি দৈনিক *ডেইলি স্টার*-এর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি আরাফাত রহমান। গতকাল সোমবার বেলা ১১টার দিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

আরাফাত রহমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। এখন তিনি রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন।

এদিকে সাংবাদিককে মারধরের ঘটনায় ছাত্রলীগের দুই নেতাকে বহিষ্কার করেছে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ। এই দুই নেতা হলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের তথ্য ও গবেষণাবিষয়ক সম্পাদক মাহমুদুর রহমান ও আইনবিষয়ক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম। গতকাল রাতে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি সাইফুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক এস এম জাকির হোসাইন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিটি ছাত্রলীগের ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে।

ছাত্রলীগ সূত্রে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সদ্য ঘোষিত পূর্ণাঙ্গ কমিটির আইন বিষয়ক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম দেশ ট্রাভেলসের একটি বাসে করে চট্টগ্রাম থেকে রাজশাহী ফিরছিলেন। বাসে সুপারভাইজারের সঙ্গে ঝামেলা হয়েছে জানিয়ে তিনি ক্যাম্পাসে অবস্থানরত ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা-কর্মীকে ফোন করেন। এরপর বাসটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে এলে সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সহসভাপতি আহমেদ সজীব, সাংগঠনিক সম্পাদক আবিদ আহসানসহ বেশ কয়েকজন নেতা-কর্মী জড়ো হন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আহমেদ সজীব, আবিদ আহসান ও সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের বেশ কয়েকজন নেতা-কর্মী বেলা ১১টার

এরপর পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

ছাত্রলীগের ভাঙচুরের ছবি তোলায়

শেষ পৃষ্ঠার পর

দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে বাসটি ভাঙচুর করছিলেন। ওই ঘটনার ছবি তুলছিলেন সাংবাদিক আরাফাত। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে আরাফাতের ওপর চড়াও হন ছাত্রলীগের নেতারা। কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে তাঁরা আরাফাতকে মারধর করেন।

অভিযোগ অস্বীকার করে সাইফুল ইসলাম বলেন, 'আমি বাসের সামনের দিকে ছিলাম। সেখানে সিগারেট ধরানো যাবে কি না, সুপারভাইজারের কাছে জানতে চেয়েছিলাম। নিষেধ করলে আমি চুপ হয়ে যাই। কিন্তু এটা নিয়ে সুপারভাইজার আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। এমনকি বাস থেকে নামিয়ে দিতে যায়।' তিনি বলেন, 'আমি অসুস্থ হওয়ায় দুজনকে ফোন করে বাস থেকে আমাকে নামিয়ে নিতে বলেছিলাম। নামার সময় সুপারভাইজার আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে শিক্ষার্থীরা বাসে ভাঙচুর চালান।' সাংবাদিককে কে বা কারা মেরেছে তা তাঁর জানা নেই।

আরাফাত রহমান বলেন, 'ভাঙচুরের ছবি তুলে চলে আসছিলাম। পেছন থেকে একজন ডাক দিয়ে জানতে চায়, কেন ছবি তুললাম? আমি সাংবাদিক পরিচয় দিলে সে আমাকে আটকে রাখে। এরপর ওই ছাত্রলীগ কর্মীসহ ছয়-সাতজন মিলে আমার চোখে, মাথায়, পিঠে কিলঘুষি মারা শুরু করলে আমি পড়ে যাই।'

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের রেজিস্ট্রার রাসিক আলভী বলেন, 'তাঁর (আরাফাত রহমান) চোখে আঘাত লেগে ফুলে গেছে। সিটিস্ক্যানের রিপোর্ট এলে বোঝা যাবে ভেতরে কোনো আঘাত আছে কিনা?'

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি গোলাম কিবরিয়া বলেন, 'এর সঙ্গে ছাত্রলীগের কেউ জড়িত থাকলে সাংগঠনিকভাবে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

এ ঘটনায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার্স ইউনিটি ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাব নিন্দা জানিয়ে জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে।